



23296 - যবে সব ওজর বা অজুহাতরে কারণে রমযানরে রযো না-রাখা বধে

প্রশ্ন

রমযানরে রযো না-রাখাকে বধেকারী অজুহাতগুলো ককি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

নঃসন্দহে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য সহজীকরণ হচ্চে, তনি শুধুমাত্র তাদরে উপর রযো রাখা ফরয করছেনে যাদরে রযো রাখার সক্ষমতা আছে এবং শরয়িত অনুমোদতি ওজররে ভত্িততিে রযো না-রাখাকেও বধে করছেনে। যসেব শরয়ি ওজররে কারণে রযো না-রাখা বধে সগুলো হচ্চে:

এক: রোগ:

রোগে মানে হচ্চে, এমন সব অবস্থা যার কারণে ব্যক্তি সুস্থতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়।

ইবনে কুদামা বলেন: রোগের কারণে রযো না-রাখা বধে হওয়া মরমে আলমেগণরে ইজমা সংঘটিত হযে। দললি হচ্চে আল্লাহর বাণী: “আর তোমাদরে মধ্যযে যবে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দনিগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫] সালামা বনি আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি বলেন: যখন وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ فَذِيَّةٌ (অর্থ- আর যাদরে জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদরে কর্তব্য এর পরবর্ততে ফদিয়া দয়ো তথা একজন মসিকীনকে খাদ্য দান করা।) শীর্ষক আয়াতটি নাযলি হয়, তখন আমাদরেকে এ মরমে ইখতয়ার দয়ো হযেছিলি যবে, যার ইচ্ছা হয় সে রযো রাখতে পারে, আর কটে রযো রাখতে না চাইলে সে ফদিয়া দবি। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (অর্থ- রমযান মাস, এতে কুরআন নাযলি করা হযেছে মানুষরে হদোয়াতরে জন্য এবং হদোয়াতরে স্পষ্ট নদির্শন ও সত্যাসত্যরে পার্থক্যকারীরূপে। কাজহে তোমাদরে মধ্যযে যবে এ মাস পাবে সে যনে এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে তোমাদরে কটে অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দনিগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।) নাযলি হল, তখন ফদিয়া দয়োর ইখতয়ার রহতি হযে সুস্থ-সক্ষম লোকদরে ওপর শুধুমাত্র রযো রাখা জরুরী সাব্যস্ত হযে যায়। এ আয়াত পূর্বরে আয়াতটিকে রহতি করে দয়ে। সুতরাং রযো রাখার কারণে যবে অসুস্থ ব্যক্তি তার রোগে বড়ে যাওয়া, কথিবা আরোগ্য লাভ বলিম্বতি হওয়া কথিবা কোনে অঙ্গহানি ঘটীর আশংকা করে তার জন্য রযো না-রাখা বধে। বরং রযো না-রাখাই সুন্নত; রযো



রাখা মাকরুহ। কনেনা কোন কোন ক্ষত্রে রোযা রাখার পরণিত মৃত্যুও হতে পারে। সুতরাং এর থেকে বঁচে থাকা আবশ্যিক। অতএব, জনে রাখুন, রোগেরে কষ্ট ব্যক্তকি রোযা না-রাখার বধৈতা দেয়। পক্ষান্তরে, সুস্থ ব্যক্তি যদি কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভব করেন, তদুপরি তার জন্য রোযা ভাঙা জায়যে নয়। অর্থাৎ যদি রোযা রাখার কারণে শুধু ক্লান্তির কষ্ট হয় সক্ষেত্রে।

দুই: সফর:

যে সফরে রোযা না-রাখা বধৈ সতে সফরেরে ক্ষত্রে শর্ত হচ্ছ:

ক. এমন দীর্ঘ সফর হওয়া, যে সফরে নামায কসর করা যায়।

খ. সফরকালীন সময়েরে মধ্যে মুকীম হয়ে যাওয়ার সংকল্প না করা।

গ. এ সফর কোন গুনার কাজে না হওয়া। বরং জমহুর আলমেরে নকিট স্বীকৃত কোন উদ্দেশ্যে সফর করা। কনেনা, রোযা না-রাখার অনুমতি একটি রুখসত (ছাড়) ও সহজীকরণ। তাই পাপে লিপ্ত ব্যক্তি এ সুযোগে পতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ: কারো ভ্রমণেরে ভিত্তি যদি গুনার উপর হয়; যমেন- ডাকাতি করার জন্য সফর করা।

(কোন ক্ষত্রে সফরেরে অনুমোদতি রুখসত (ছাড়) প্রযোজ্য হবে না)

সর্বসম্মতক্রমে দুইটি কারণে সফর অবস্থার ছাড় প্রযোজ্য হবে না:

১। যদি মুসাফরি তার নিজ দেশে ফেরত আসে ও নিজ এলাকায় প্রবশে করে; যে এলাকায় সতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

২। যদি মুসাফরি ব্যক্তি কোন স্থানে সাধারণভাবে স্থায়ীভাবে থাকার নিয়ত করে, কথিবা মুকীম সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার মত সময়কাল অবস্থান করার নিয়ত করেনে এবং সতে স্থানটি অবস্থান করার উপযুক্ত স্থান হয় তাহলে সক্ষেত্রে তনি মুকীম হয়ে যাবনে। তখন তনি নামাযগুলো পরপূর্ণ সংখ্যায় আদায় করবনে, রোযা রাখবনে; রোযা ছাড়বনে না; যহেতু তার সফরেরে হুকুম শেষে হয়ে গছে।

তনি: গর্ভধারণ ও দুধ পান করানো

ফকাহ শাস্ত্রে বিশেষেঃ আলমেগণ একমত যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধ-দানকারিণী নারীর জন্য রমযানেরে রোযা না-রাখা বধৈ; এই শর্তে যে তারা নিজদেরে কথিবা সন্তানেরে অসুস্থতার কথিবা রোগ বৃদ্ধিরি, কথিবা ক্ষতিরি কথিবা মৃত্যুর আশংকা করে। এই রুখসত বা ছাড়েরে পক্ষে দললি হচ্ছ আল্লাহর বাণী: “আর যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে কথিবা সফরে থাকবে সতে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।” এখানেরে রোগ দ্বারা যে কোন রোগ উদ্দেশ্য নয়; কনেনা যে রোগেরে কারণে রোযা রাখতে



অসুবিধা হয় না সবে রোগের কারণে রোগী ভাঙার অবকাশ নেই। এখানে রোগ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে অবস্থার পরপ্রিক্ষেপিত রোগী রাখলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। রোগ দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। এখানে এ অর্থ পাওয়া গেছে। তাই এ বিষয়দ্বয় রোগী না-রাখার অবকাশের আওতায় পড়বে। আরকেটি দলিল হচ্ছে আনাস বনি মালকি আল-কা'বি (রাঃ) এর হাদিস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নশিচয় আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে রোগী ও অর্ধকে নামায মওকুফ করছেন এবং গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী নারীর উপর থেকে রোগী মওকুফ করছেন। হাদিসের অন্য একটি রোয়েয়াতে المرضع أو الحامل শব্দে পরবর্ত্তে المرضع والحبلী শব্দদ্বয় এসেছে।

চার: বার্ধক্য ও জরাগ্রসত্তা:

বার্ধক্য ও জরাগ্রসত্তা নমিনোকত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে:

জ্বরগ্রসত্ত বৃদ্ধ: যার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে কথিবা তিনি নিজের মৃত্যুর উপক্রম, প্রতিদিন ক্ষয় হতে হতে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

এমন রুগ্ন ব্যক্তি যার সুস্থতার কোন আশা নেই; তার ব্যাপারে সবাই হতাশ।

এছাড়া বয়স্ক বৃদ্ধা।

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের রোগী না-রাখার পক্ষে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী, “আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরবর্ত্তে ফদিয়া দয়া তথা একজন মসিকীনকে খাদ্য দান করা।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৪] ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ আয়াতে কারীমা রহিত হয়ে যায়নি। এ আয়াতে কারীমা (এর বখান) বয়স্ক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার ক্ষতেরে; যারা রোগী রাখতে পারেন না, তারা রোগীর পরবর্ত্তে প্রতিদিন একজন মসিকীনকে খাদ্য দাবিনে।

পাঁচ: ক্షুধা ও ত্ক্ষণার ফলে অস্বাভাবিক দুর্বলতা:

তীব্র ক্షুধা কথিবা প্রচণ্ড ত্ক্ষণা যাকে অস্বাভাবিক দুর্বল করে ফেলেছে; সেই ব্যক্তি তার জীবন বাঁচানোর পরিমাণ খাদ্য খাবে এবং সে দিনের অবশিষ্টাংশ উপবাস কাটাবে। আর এ রোগীটিকে কাযা পালন করবে।

ক্షুধা ও ত্ক্ষণার অস্বাভাবিক দুর্বলতার সাথে আলমেগণ শত্রুর সাথে সম্ভাব্য কথিবা সুনশিচতি মোকাবিলার ক্ষতেরে দুর্বল হয়ে পড়াকেও অন্তর্ভুক্ত করছেন; যমেন শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হলে: যদি গাজী (যোদ্ধা) ব্যক্তি সুনশিচতিভাবে কথিবা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে যুদ্ধেরে বিষয়টি জানেন যেহেতু তিনি শত্রুর মোকাবিলাতে রত রয়েছেন এবং রোগী রাখার কারণে শারীরিক দুর্বলতার আশংকা করেন; অথচ তিনি মুসাফির নন এমতাবস্থায় তার জন্য যুদ্ধেরে পূর্বে রোগী ভেঙে ফেলো জায়গে আছে।



ছয়: জবরদস্তরি শিকার:

জবরদস্ত হিচ্ছ: শাস্তরি হুমকি দেওয়ার মাধ্যমে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোন কাজ করতে কংবা না- করতে বাধ্য করা; যি ব্যাপারে সে ব্যক্তি নিজি থেকে রাজি নয়।